হনুমান জয়ন্তী

বছরে দু-বার করে পালিত হয় হনুমান জয়ন্তী। চৈত্র মাসের পূর্ণিমায় একবার হনুমান জয়ন্তী পালিত হয়, আবার কার্তিক মাসেও হনুমান জয়ন্তী পালন করা হয় অনেক জায়গায়। মহাবীর হনুমানকে মহাদেবের একাদশ অবতার হিসেবে মনে করা হয়। তিনি ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, যেখানেই রাম কথা পাঠ করা হয়, সেখানেই কোনও না কোনও রূপে হনুমান নিশ্চয় অধিষ্ঠান করেন। হনুমানকে বলা হয় পবনপুত্র। আবার তাঁকে কেশরীনন্দন ও অঞ্জনার সন্তান হিসেবেও মনে করা হয়। ত্রেতোযুগে মহারাজ দশরথ সন্তান কামনায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞের পরে বিশেষ ক্ষীর দশরথের তিন রানি কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুভদ্রার মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেন পুরোহিত। সেই সময় অল্প একটু ক্ষীর নিয়ে পালায় এক পাখি। উড়তে উড়তে পাখি পৌঁছয় দেবী অঞ্জনার আশ্রমে। তখন মহাদেবের আরাধনা করছিলেন তিনি। পাখির মুখের থেকে একটু ক্ষীর চলকে গিয়ে পড়ে অঞ্জনার হাতে। একে মহাদেবের প্রসাদ মনে করে খেয়ে নেন অঞ্জনা। এরপর ঈশ্বরের কৃপায় জন্ম হয় মহাদেবের অন্যতম অবতার বজরংবলীর। সেদিন ছিল চৈত্র পূর্ণিমা।

অন্য একটি কাহিনি অনুসারে বানর হিসেবে জন্ম নেন হনুমান। তাঁর মা অঞ্জনা বা অঞ্জনি ছিলেন এক কিন্নরী, যিনি অভিশাপ পেয়ে বানর জন্ম পান। তবে অঞ্জনি এই

আশীর্বাদ পেয়েছিলেন যে তাঁর গর্ভে কোনও পুত্র সন্তানের জন্ম হলে তিনি এই বানর জন্ম থেকে মুক্তি পাবেন। বায়ু বা পবন অঞ্জনির কানের মধ্যে দিয়ে তাঁর শরীরে প্রবেশ করেন এবং তার ফলে পবনপুত্র হনুমানের জন্ম হয়।

Published on: Apr, 10 2023 11:22